দাসত্ব প্রথা নির্মুল বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানে বাণী –

২ ডিসেম্বর ২০০৫

আজ আন্তর্জাতিক দাসপ্রথা নির্মুল দিবসে আমদের স্বীকার করতেই হবে, শত বছরের সংগ্রাম সত্ত্বেও আমাদের থেকে দাসপ্রথা সম্পুর্ণরূপে নির্মুল করা সম্ভব হয়নি। জবরদস্তিমুলক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রম, শিশু শ্রম এবং ধর্মীয় অথবা প্রথাগত কারণে দাসপ্রথা চালু রয়ে গেছে। বর্তমানে বিশ্ব এক নতুন ধরনের দাস প্রসার মোকাবেলা করছে, তা হল মানুষ পাচার। এর ফলে বহু অসহায় মানুষ সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থার দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়ে বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

যারা দাস প্রথাকে সহযোগিতা করে অথবা প্রশ্রয় বা সমর্থন প্রদান করে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের জাতীয় পর্যায়ে, প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতে হবে। দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক বঞ্চনা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হবে। কেননা এসকল সমস্যা মানুষের অসহায়ত্বকে আরো বাড়িযে তোলে এবং দাসত্বপ্রথার বিস্তারে ভুমিকা পালন করে।

আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তির আওতাধীন বিশেষত: নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য আমি রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

গত বছর জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত মানব পাচার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি (র‌্যাপর্টিয়ার) এর পুর্ণ সহযোগিতার জন্য এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের দপ্তর কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকার ও মানব পাচার সংক্রান্ত নীতি ও নির্দেশনাসমুহ বাস্ত বায়নের জন্য আমি সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানব পাচার রোধে কার্যকরী কৌশল প্রণয়নে এ নীতি নির্দেশনাসমুহ সহায়তা করে থাকে।

আমি আশা করছি সকল রাষ্ট্র সমসাময়িক দাসপ্রথা সংক্রান্ত জাতিসংঘ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তহবিলে উদার হস্তে দান করবে। এ তহবিল দাসপ্রথার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

আজ আন্তর্জাতিক দাসপ্রথা নির্মুল দিবসে আসুন আমরা জাতিসংঘের সকল কাজের প্রাণ মানুষের মর্যাদা রক্ষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি এবং মানব জাতির প্রতি পুর্ণাঙ্গা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দাসত্ব প্রথাকে সম্পুর্ণ নির্মুল করি।

** ** **